বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) আইন, ২০১৭

সূচি

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন
২। সংজ্ঞা
৩। ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা
৪। ইনস্টিটিউটের কার্যালয়, ইত্যাদি
৫। ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি
৬। কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা প্রতিপালন
৭। উপদেষ্টা পরিষদ ও উহার গঠন
৮। উপদেষ্টা পরিষদের সভা
৯। ব্যবস্থাপনা বোর্ড ও উহার গঠন
১০। ব্যবস্থাপনা বোর্ডের কার্যাবলী
১১। ব্যবস্থাপনা বোর্ডের সভা
১২। মহাপরিচালক
১৩। পরিচালক
১৪। কর্মচারী নিয়োগ
১৫। তহবিল
১৬। বাজেট
১৭। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা
১৮। প্রতিবেদন
১৯। কমিটি
২০। চুক্তি সম্পাদন
২১। জনসেবক
২২। বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা
২৩। প্রবিধানমালা প্রণয়নের ক্ষমতা
২৪। রহিতকরণ ও হেফাজত
২৫। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) আইন, ২০১৭

২০১৭ সনের ১১ নং আইন

[১৮ মে, ২০১৭]

Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture Ordinance, 1984 রহিতপূর্বক সময়োপযোগী করিয়া উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হয় এবং সিভিল আপিল নং ৪৮/২০১১ তে সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১ নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু ২০১৩ সনের ৭ নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখা হয়; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ সকল স্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

যেহেতু সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে, Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture Ordinance, 1984 (Ordinance No. II of 1984) রহিতপূর্বক সময়োপযোগী করিয়া উহা পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল, যথা:—

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) ''ইনস্টিটিউট'' অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট;

(২) ''উপদেষ্টা পরিষদ'' অর্থ ধারা ৭ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ;

(৩) ''কাউন্সিল'' অর্থ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ১৩ নং আইন) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল;

(৪) ''চেয়ারম্যান'' অর্থ ব্যবস্থাপনা বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(৫) ''প্রবিধান'' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৬) ''বিধি'' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৭) ''ব্যবস্থাপনা বোর্ড'' অর্থ ধারা ৯ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন গঠিত ব্যবস্থাপনা বোর্ড;

(৮) ''মহাপরিচালক'' অর্থ ইনস্টিটিউটটের মহাপরিচালক;

(৯) ''সভাপতি'' অর্থ উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি।

ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা

৩। (১) Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture Ordinance, 1984 (Ordinance No. II of 1984) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) ইনস্টিটিউট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইনস্টিটিউট ইহার নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

ইনস্টিটিউটের কার্যালয়, ইত্যাদি

৪। (১) ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় ময়মনসিংহে থাকিবে।

(২) ইনস্টিটিউট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পরিবে।

ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি

৫। (১) ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) পারমাণবিক কলাকৌশল ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া গবেষণার মাধ্যমে আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী শস্যের নূতন নূতন জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে টেকসই ও উৎপাদনশীল একটি কৃষি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

(খ) মাটি ও পানির আধুনিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;

(গ) যথোপযুক্ত প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে শস্যের গুণগত মান উন্নত ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং রোগ ও পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ এবং উহার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন করা।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ইনস্টিটিউট নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা:—

(ক) কৃষিতাত্ত্বিক, শস্য শারীরতাত্ত্বিক এবং মৃত্তিকা-উদ্ভিদ বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করা;

(খ) নূতন জাতের শস্যের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা অথবা পরীক্ষা এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপর পর্যবেক্ষণ এবং আর্থ-সামাজিক গবেষণা পরিচালনা করা;

(গ) প্রজনন ও মানসম্মত বীজ উৎপাদন, প্রদর্শনী ও সম্প্রসারণের জন্য বিতরণ করা;

(ঘ) কৃষি পুস্তিকা, মনোগ্রাম, বুলেটিন ও শস্য গবেষণা সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য প্রকাশ করা;

(ঙ) শস্য উৎপাদনের উন্নত প্রযুক্তির উপর গবেষণা, সম্প্রসারণ, বেসরকারি সংস্থার জনবল ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

(চ) স্নাতকোত্তর গবেষণার সুবিধা প্রদান করা;

(ছ) কৃষি, কৃষি গবেষণা ও প্রযুক্তি ব্যবহার বিষয়ক সমস্যার উপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালার আয়োজন করা;

(জ) জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠনসমূহের সহযোগিতায় গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ করা;

(ঝ) দেশে বিদেশে শিক্ষামূলক ডিগ্রি ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;

(ঞ) সরকার কর্তৃক, সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা সাপেক্ষে, উহার

উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা;

(ট) অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন।

কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা প্রতিপালন

৬। (১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৯ বা ধারা ১৬ এর অধীন কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ, সুপারিশ বা পরামর্শ প্রতিপালন করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, যদি ইনস্টিটিউটের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, উক্তরূপ কোন সুপারিশ বা পরামর্শ প্রতিপালন করা সম্ভব নয়, তাহা হইলে ইনস্টিটিউট, অনতিবিলম্বে, কারণ উল্লেখপূর্বক উহার মতামত কাউন্সিলকে অবহিত করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশের অধীন ইনস্টিটিউটের নিকট হইতে প্রাপ্ত মতামত বিবেচনা করিয়া কাউন্সিল তদ্‌কর্তৃক প্রদত্ত কোন সুপারিশ বা পরামর্শ সংশোধন বা বাতিল করিতে পারিবে বা উক্ত বিষয়ে নূতন কোন সুপারিশ বা পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে।

উপদেষ্টা পরিষদ ও উহার গঠন

৭। (১) ইনস্টিটিউটের গবেষণা নীতি প্রণয়ন, গবেষণার ক্ষেত্র নির্ধারণ, পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণের জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকিবে।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হইবে, যথা:—

(১) কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(২) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সহ-সভাপতিও হইবেন;

(৩) নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল;

(৪) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন;

(৫) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন;

(৬) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(৭) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(৮) পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট ডিভিশন চীফ;

(৯) ভাইস-চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের ডিন;

(১০) মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর;

(১১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট;

(১২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট;

(১৩) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট;

(১৪) সরকার কর্তৃক মনোনীত পরমাণু কৃষি গবেষণায় অভিজ্ঞ একজন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী;

(১৫) সরকার কর্তৃক মনোনীত কৃষি সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত দুইজন প্রতিনিধি, তন্মধ্যে একজন হইবেন অভিজ্ঞ কৃষক এবং অন্যজন বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধি;

(১৬) মহাপরিচালক, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যগণের সদস্য পদের মেয়াদ হইবে তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসর:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে, যে কোন সময় কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উক্তরূপ মনোনীত কোন সদস্যকে তাহার পদ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে এবং কোন মনোনীত সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

উপদেষ্টা পরিষদের সভা

৮। (১) উপদেষ্টা পরিষদ প্রতি বৎসর অন্যূন একবার সভায় মিলিত হইবে এবং সভার তারিখ, সময় ও স্থান সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(২) উপদেষ্টা পরিষদের সভা, সভাপতির সম্মতিক্রমে সদস্য-সচিবের স্বাক্ষরিত লিখিত নোটিশ দ্বারা আহুত হইবে।

(৩) সভাপতি উপদেষ্টা পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

(৪) উপদেষ্টা পরিষদের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য

সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) উপদেষ্টা পরিষদের সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে প্রদত্ত ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভার সভাপতি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

(৬) শুধুমাত্র কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা উপদেষ্টা পরিষদ গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে উপদেষ্টা পরিষদের কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তদ্সম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

ব্যবস্থাপনা বোর্ড ও উহার গঠন

৯। (১) ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক, আর্থিক বিষয় ও দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য একটি ব্যবস্থাপনা বোর্ড থাকিবে।

(২) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ব্যবস্থাপনা বোর্ড গঠিত হইবে, যথা:—

(১) মহাপরিচালক, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(২) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কর্তৃক মনোনীত অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(৩) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(৪) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(৫) কৃষি অনুষদের ডিন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ;

(৬) কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত অন্যূন সদস্য পরিচালক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(৭) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(৮) সরকার কর্তৃক মনোনীত ইনস্টিটিউটের দুইজন জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী;

(৯) সরকার কর্তৃক মনোনীত কৃষি সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত দুইজন প্রতিনিধি, তন্মধ্যে একজন হইবেন অভিজ্ঞ কৃষক এবং অন্যজন বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধি;

(১০) ইনস্টিটিউটের পরিচালকগণ, তন্মধ্যে একজন ব্যবস্থাপনা বোর্ডের সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যগণের সদস্য পদের মেয়াদ হইবে তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসর :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে, যে কোন সময় কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উক্তরূপ মনোনীত কোন সদস্যকে তাহার পদ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে এবং কোন মনোনীত সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

ব্যবস্থাপনা বোর্ডের কার্যাবলী

১০। ব্যবস্থাপনা বোর্ডের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) ইনস্টিটিউটের গবেষণা কর্মকান্ড পর্যালোচনা এবং গবেষণা সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা প্রণয়ন;

(খ) ইনস্টিটিউটের বার্ষিক বাজেট অনুমোদন;

(গ) ইনস্টিটিউটের কর্মচারী নিয়োগ, তাহাদের জ্যেষ্ঠতা তালিকা ও পদোন্নতি অনুমোদন;

(ঘ) সরকারি বিধি-বিধানের আলোকে নীতিমালা অনুমোদন;

(ঙ) ইনস্টিটিউটের কার্যাবলী পর্যালোচনা ও উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(চ) ইনস্টিটিউটের শাখা কার্যালয় স্থাপনের অনুমোদন;

(ছ) সরকার কর্তৃক, সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা সাপেক্ষে, উহার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

ব্যবস্থাপনা বোর্ডের সভা

১১। (১) প্রতি ৩ (তিন) মাসে ব্যবস্থাপনা বোর্ডের অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং সভার তারিখ, সময় ও স্থান চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(২) ব্যবস্থাপনা বোর্ডের সভা, চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে সদস্য-সচিবের স্বাক্ষরিত লিখিত নোটিশ দ্বারা আহূত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান ব্যবস্থাপনা বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত একজন সদস্য

সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

(৪) ব্যবস্থাপনা বোর্ডের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন অর্ধেক সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৫) ব্যবস্থাপনা বোর্ডের সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে প্রদত্ত ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভার চেয়ারম্যান দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

(৬) শুধুমাত্র কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা ব্যবস্থাপনা বোর্ডগঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে উহার কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তদ্‌সম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

মহাপরিচালক

১২। (১) ইনস্টিটিউটের একজন মহাপরিচালক থাকিবে।

(২) মহাপরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকরির মেয়াদ ও শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) মহাপরিচালক ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী এবং সার্বক্ষণিক কর্মচারী হইবেন।

(৪) মহাপরিচালক বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বা সরকার কর্তৃক তাহার উপর ন্যস্ত কার্যাবলি পালন করিবেন এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

পরিচালক

১৩। ইনস্টিটিউটের কার্যাবলি দক্ষভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিচালক থাকিবে এবং তাহারা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবংতাহাদের চাকরির মেয়াদ ও শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

কর্মচারী নিয়োগ

১৪। ইনস্টিটিউট উহার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকরির শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

তহবিল

১৫। (১) ইনস্টিটিউটের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে অর্থ জমা হইবে, যথা:—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মঞ্জুরি ও অনুদান;

(খ) সরকারের নিকট হইতে গৃহীত ঋণ;

(গ) গবেষণা স্বত্ব ও সেবা হইতে প্রাপ্ত আয়;

(ঘ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কোন দেশি বা বিদেশি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(ঙ) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(চ) নিজস্ব আয় বা অন্য কোন বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) তহবিলের সকল অর্থ কোন তফসিলি ব্যাংকে ইনস্টিটিউটের নামে জমা রাখিতে হইবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল পরিচালনা করা হইবে।

ব্যাখ্যা।— ''তফসিলি ব্যাংক'' বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর Article 2(j) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank কে বুঝাইবে।

(৩) তহবিল হইতে সরকারের নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধান অনুসরণক্রমে ইনস্টিটিউটের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে।

বাজেট

১৬। ইনস্টিটিউট প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্ভাব্য আয়-ব্যয়সহ পরবর্তী অর্থবৎসরের বাৎসরিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত বৎসরে সরকারের নিকট হইতে ইনস্টিটিউটের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহাও উল্লেখ থাকিবে।

হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা

১৭। (১) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ইনস্টিটিউট উহার হিসাবরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রতি বৎসর ইনস্টিটিউটের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও ইনস্টিটিউটের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং ইনস্টিটিউট উহার উপর মন্তব্য বা আপত্তি, যদি থাকে, সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ইনস্টিটিউটের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং বোর্ডের যে কোন সদস্য বা ইনস্টিটিউটের

যে কোন কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (President's Order No. 2 of 1973) এর Article 2(1) (b) তে সজ্ঞায়িত চার্টার্ড একাউনটেন্ট দ্বারা ইনস্টিটিউটের হিসাব নিরীক্ষা করিতে হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউট এক বা একাধিক চার্টার্ড একাউনটেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৫) ইনস্টিটিউট যথাশীঘ্র সম্ভব নিরীক্ষা প্রতিবেদনে চিহ্নিত কোন দোষত্রুটি বা অনিয়ম প্রতিকার করিবার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

প্রতিবেদন

১৮। (১) প্রতি অর্থবৎসর শেষ হইবার পরবর্তী ৩(তিন) মাসের মধ্যে ইনস্টিটিউট উক্ত বৎসরের সম্পাদিত কার্যাবলির উপর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনমত, ইনস্টিটিউটের নিকট হইতে যে কোন সময় ইনস্টিটিউটের যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন ও বিবরণী আহবান করিতে পারিবে এবং ইনস্টিটিউট উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

কমিটি

১৯। ইনস্টিটিউট উহার দায়িত্ব পালনে সহায়তাদানের জন্য এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

চুক্তি সম্পাদন

২০। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ইনস্টিটিউট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে।

জনসেবক

২১। ইনস্টিটিউটের সকল কর্মচারী এবং ইনস্টিটিউটের পক্ষে কোন কাজ করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর section 21 এ সংজ্ঞায়িত অর্থে জনসেবক (Public Servant) বলিয়া গণ্য হইবে।

বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা

২২। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পরিবে।

প্রবিধানমালা প্রণয়নের ক্ষমতা

২৩। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইনস্টিটিউট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা বিধিমালার সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, এইরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিতে পরিবে।

রহিতকরণ ও হেফাজত

২৪। (১) Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture Ordinance, 1984 (Ordinance No. II of 1984), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত Ordinance এর অধীন কৃত কোন কাজ বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা, প্রণীত কোন বিধি বা প্রবিধান, ইস্যুকৃত কোন আদেশ, বিজ্ঞপ্তি বা প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত কোন নোটিশ, প্রস্তুতকৃত বাজেট প্রাক্কলন, স্কিম বা প্রকল্প এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত, প্রণীত, ইস্যুকৃত, প্রদত্ত বা প্রস্তুতকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উক্ত Ordinance রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত Ordinance এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Institute এর—

(ক) সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা এবং স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, অন্য সকল দাবি ও অধিকার, সকল হিসাব বহি, রেজিস্টার, রেকর্ড এবং অন্যান্য দলিল ইনস্টিটিউটের নিকট হস্তান্তরিত ও উহার উপর ন্যস্ত হইবে;

(খ) সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি, যথাক্রমে ইনস্টিটিউটের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) বিরুদ্ধে বা তদ্‌কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা ইনস্টিটিউটের বিরুদ্ধে বা ইনস্টিটিউট কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) সকল কর্মচারী ইনস্টিটিউটের কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন এবং এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে তাহারা যে শর্তে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন সেই একই শর্তে নিযুক্ত থাকিবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইনস্টিটিউট কর্তৃক তাহাদের চাকরির শর্তাবলী পরিবর্তিত হয় ।

ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ

২৫। (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।